

দানযিলে পুস্তক - নম্বর এগারো

অন্ধকারে ভবষ্টিদ্বাণীমূলক পরীক্ষা এবং চিত্রের উত্থান

Jeff Pippenger

2023-12-06

দানযিলে গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় প্রথম স্বর্গদূতের বার্তাকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তাকে প্রতিনিধিত্ব করে। ভবষ্টিদ্বাণীমূলক প্রতীকবাদে ভাষায়, প্রথম বার্তাটি হলো ঈশ্বরকে ভয় করা, দ্বিতীয় বার্তাটি হলো ঈশ্বরকে মহিমা দেওয়া এবং তৃতীয় বার্তাটি বিচারের সময়কে চিহ্নিত করে। দানযিলে গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সরাসরি যাওয়ার আগে, সামান্য একটা পরি্যালোচনা প্রয়োজন। দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তায় মূলত বাবলিনের পতনকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তার পরে আর এক স্বর্গদূত এল, তনি বললিনে, 'পততি হইয়াছে, পততি হইয়াছে বাবলি, সেই মহান নগরী; কারণ সে তার ব্য়ভচারের ক্রোধেরে মদ সমস্ত জাতসিমূহকে পান করাইয়াছে।' প্রকাশতি বাক্য ১৪:৮।

দ্বিতীয় স্বর্গদূত বাবলিনের পতনকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেন যে, সে 'তার ব্য়ভচারের ক্রোধেরে মদ' সমস্ত জাতকে পান করিয়েছে। তার পতন হলো সকল জাতেরি সঙ্গে তার ব্য়ভচার করার প্রতীক। এই ব্য়ভচার সংঘটিত হয় তার ভ্রান্ত মতবাদসমূহের মাধ্যমে, যগুলোকে 'মদ' হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ক্যাথলিক গরিজা বহু ভ্রান্ত শিক্ষায় গঠিত, তবে যে ভ্রান্ত শিক্ষা সরাসরি তার পতনের সঙ্গে যুক্ত, সেটাই তার 'ক্রোধ' উৎপন্ন করে। সেই শিক্ষা হলো গরিজা ও রাষ্ট্রের সংযুক্তি, যখনে সম্পর্কটির ন্যূনত্ব গরিজার হাতে। ক্যাথলিক গরিজার ক্রোধ হলো যাদের সে বধিরমী বলে চিহ্নিত করে, তাদের উপর তার উৎপীড়ন। তার ক্রোধ কার্যকর হয় পৃথিবীর রাজাদের সঙ্গে তার ব্য়ভচারের মাধ্যমে। পৃথিবীর রাজাদের সঙ্গে তার সংযোগ ও তাদের উপর ন্যূনত্ব ছাড়া, যাদের সে বধিরমী বলে সংজ্ঞায়িত করে তাদের উৎপীড়ন করার ক্ষমতা তার থাকত না। সুতরাং তার দ্বিতীয় পতন ভবষ্টিতের সেই মুহূর্তকে চিহ্নিত করে, যখন সে অতীতে যমেন করছিলি, আবারও তার ক্রোধ প্রয়োগ করত সক্ষম হবে—যা পৃথিবীর রাজাদের সঙ্গে তার ব্য়ভচারের মাধ্যমে ঘটবে। পৃথিবীর রাজারা তার মথিয়া পান করে সেই অবধি সম্পর্কে প্রবশে করে। বাবলিনের পতন সর্বশেষবার ঘোষণা করা হয়েছে প্রকাশতি বাক্যের আঠারো অধ্যায়ে।

এই সবের পরে আমি দেখলাম, আরকেজন স্বর্গদূত স্বর্গ থেকে নেমে এলেন, যাঁর মহা ক্ষমতা ছিল; এবং তাঁর মহিমায় পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠল। তনি প্রবল কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন, 'মহান বাবলি পড়ে গেছে, পড়ে গেছে; তা দুষ্টি আত্মাদের বাসস্থানে পরিণত হয়েছে, প্রত্যেকে অপবিত্র আত্মার আস্তানা এবং প্রত্যেকে অপবিত্র ও ঘৃণিত পাথরি আস্তানা হয়েছে। কারণ সমস্ত জাত তার ব্য়ভচারজনিত ক্রোধেরে মদ পান করছে, এবং পৃথিবীর রাজারা তার সঙ্গে ব্য়ভচার করছে, এবং পৃথিবীর ব্যবসায়ীরা তার বলিাসবহুল ভোগেরে প্রচুর্যেরে মাধ্যমে ধনী হয়েছে।' আর আমি স্বর্গ থেকে আরকেটা কণ্ঠ শুনলাম, যা বলল, 'হে আমার জনগণ, তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসো, যাত তোমরা তার পাপসমূহে অংশীদার না হও, এবং তার বপির্যয়সমূহেরে কোনো অংশ না পাও। কারণ তার পাপ স্বর্গে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, আর ঈশ্বর তার অন্যায়গুলো স্মরণ করছেন। যমেন সে তোমাদের প্রতদিন দিচ্ছে, তমেনই তোমরা তাকে প্রতদিন দাও; তার কাজ অনুযায়ী তাকে দ্বিগুণ প্রতদিন দাও—দ্বিগুণই। যে পয়লাটাই পূর্ণ করেছে, সেই পয়লায় তাকে

দ্বিগুণ ঢলে দাও।' প্রকাশিত বাক্য ১৮:১-৬।

ক্যাথলিক চার্চের পরীক্ষাকালীন পয়োলা ১৭৯৮ সালে শেষে হয়েছিল, তবে অন্ধকার যুগে যে নরিয়াতন এটি চালিয়েছিল, শীঘ্রই আসন্ন রববারের আইন-সংকটের সময় এটি আবার পুনরাবৃত্তি করবে।

তথাপি তোমার বিরুদ্ধে আমার কয়েকটি বিষয় আছে, কারণ তুমি সেই নারী ইয়াজেবেলকে—যে নিজেকে ভাববাদিনী বলে—আমার দাসদের ব্যভিচার করতে এবং মূর্তদিরে উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বস্তু খতে শিক্ষা দিতে ও প্রলুব্ধ করতে অনুমতি দাও। আর আমি তাকে তার ব্যভিচার থেকে পশ্চাত্তাপ করার অবকাশ দিয়েছিলাম; কিন্তু সে পশ্চাত্তাপ করল না। দেখে, আমি তাকে শয্যায় নিক্ষেপে করব, আর যারা তার সঙ্গী ব্যভিচার করে, তারা যদি তাদের কাজের জন্য পশ্চাত্তাপ না করে, তবে তাদেরকে মহা ক্লেশে নিক্ষেপে করব। প্রকাশিত বাক্য ২:২০-২২।

তাকে অনুতাপ করার জন্য বারোশো ষাট বছর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে অস্বীকার করছিল। কার্মলে পর্বতের দিকে নিয়ে গিয়েছিল এমন সাড়ে তিন বছরের খরাও ইয়াজেবেলকে অনুতাপ করার জন্য দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেও অস্বীকার করছিল। যুক্তরাষ্ট্রের শীঘ্রই আসতে চলা রববারের আইনের সময়, শেষে কালে তার সঙ্গী ব্যভিচার করা পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে প্রথমটি হলো যুক্তরাষ্ট্রের, প্রকাশিত বাক্য তরের পৃথিবী-পশু। তখন তার পরীক্ষাকালের পয়োলা পূর্ণ হয়ে যায়।

পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক অনুগ্রহপ্রাপ্ত জাতি হলো যুক্তরাষ্ট্র। এক দয়াময় বধিতা এই দেশকে রক্ষা করছেন এবং তার ওপর স্বর্গীয় আশীর্বাদের শ্রেষ্ঠটুকু বরষণ করছেন। এখানে নরিয়াততি ও নপীড়িতরা আশ্রয় পেয়েছে। এখানে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস তার শুদ্ধ রূপে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই জাতি মহান আলোক ও অতুলনীয় করুণার প্রাপক হয়েছে। কিন্তু এই দানগুলোর প্রতিদিন হিসেবে এসেছে অকৃতজ্ঞতা ও ঈশ্বর-বিস্মৃতি। অনন্তজন জাতিগুলোর সঙ্গী হিসাবে রাখতে, এবং যে আলো তারা প্রতিষ্ঠা করে, তাদের অপরাধ সেই অনুপাতে নরিধারিত হয়। ভীতজনক এক বিবরণ এখন স্বর্গের নবিন্দনে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু যে অপরাধ তার অধর্মের পরিমাপ পূর্ণ করবে, তা হলো ঈশ্বরের আইনকে বাতলি করা।

মানুষের আইন ও যহিবার বধিনের মধ্যে সত্য ও ভ্রান্তির বিরোধের শেষে মহাসংঘর্ষ সংঘটিত হবে। এই যুদ্ধে আমরা এখন প্রবশে করছি—এটি এমন এক যুদ্ধ, যা প্রাধান্যের জন্য পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী গরিজাগুলোর মধ্যে নয়, বরং বাইবেলের ধর্ম ও উপকথা ও প্রথার ধর্মের মধ্যে। এই সংগ্রামে সত্য ও ধার্মিকতার বিরুদ্ধে যে শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ হবে, তারা এখনই সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা, খণ্ড ৪, ৩৯৮।

রববারের আইন কার্যকর হলে পশুর চহ্ন বলবৎ করা হয়, ফলে "ঈশ্বরের আইনকে অকার্যকর করা" হয়। রববারের আইনের আগে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পশুর প্রতিমূর্তি গঠিত হয়। রববারের আইন একটি নিরিদৃষ্ট মুহূর্তে আসে, কিন্তু পশুর প্রতিমূর্তি গঠনের প্রকরণটি একটি সময়কাল জুড়ে ঘটে। সেই সময়কালটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়, যা দানয়িলের জীবনকাল দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করে, যখন দানয়িলে গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত বন্দীদশার সত্তর বছর তা প্রতীকায়িত হয়েছে। সেই সত্তর বছর যহিযাকমিরে সময়ে শুরু হয়েছিল, যা প্রতীকীভাবে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ প্রথম বার্তা ক্রমতাপ্রাপ্ত হওয়ার সময়টিকে নিরিদশে করে, এবং সমাপ্ত হয় ঈশ্বরের আইনকে অকার্যকর করার মাধ্যমে, যা কোরশের "ফরমান" দ্বারা প্রতীকায়িত।

দানযিলেরে ভবষিযদবাণীমূলক জীবনরে সত্তর বছরে ইতহিস ভবষিযদবাণীর বিভিন্ন ধারার প্রতীকস্বরূপ। এটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মৌহরতি হওয়ার সময়কালকে প্রতিনিধিত্ব করে। এটি একটা তিন-ধাপের পরীক্ষার প্রক্রিয়াকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা প্রকাশিত বাক্য চৌদ্দ অধ্যায়ের তিন স্বর্গদূতের মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে, এবং হিব্রু শব্দ "truth"-এর গঠনকেও প্রতিনিধিত্ব করে। এটি চুক্তির দূত কর্তৃক সম্পাদিত লবেরি পুত্রদের শুদ্ধিকরণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এটি খ্রিস্ট য়ে দু'বার মন্দির শুদ্ধ করছিলেন, তাতও প্রতীকায়িত্ব হয়েছে। এটি ইহজেকযিলে গ্রন্থের আট ও নয় অধ্যায়ে যরিশালমেরে ভেতরে কর্মবর্ধমান ধর্মত্যাগ দ্বারা প্রতীকায়িত্ব হয়েছে। এটি সেই ইতহিসকেও প্রতিনিধিত্ব করে, যখনে মার্কনি যুক্তরাষ্ট্রে জন্মের মূর্তি গঠিত হয়।

পশুর প্রতীকায়িত্ব প্রতীকায়িত্ব হয়েছে ইযবেলেরে আহাবেরে সঙ্গে বযভচার, হরোদ-এর হরোদযির সঙ্গে বযভচার, আহারোনের বদিরোহেরে সোনার বাছুর, বতেলে ও দানে যরোবোয়ামেরে স্থাপতি মথিয়া উপাসনার দুটা মন্দির, এবং কার্মলে পরবতেরে কাহনিত্তে বালরে নবীরা ও আশতারোথেরে নবীরা। এলনে হোয়াইটেরে লখোয় 'পশুর প্রতীকায়িত্বেরি একমাত্র সংজ্ঞা হলো চার্চ ও রাষ্ট্রেরে সংযুক্তি, যখনে সম্প্রকটির নযিন্ত্রণ চার্চেরে হাতে থাকে। চার্চেরে দ্বারা রাষ্ট্রেরে উপর শাসন প্রতষ্টি—এই বিষয়টিকেই প্রতরোধ করার উদ্দেশ্যেই পবতির দললিটি, অরথাং যুক্তরাষ্ট্রেরে সংবধান, প্রণীত হয়েছে; এটাই তার সারকথা। যখন শগিগরি আগত রববার আইনে চার্চ ও রাষ্ট্রেরে পৃথকতার নীতি পৃথিবী থেকে উঠে আসা পশুর দ্বারা পরতিযুক্ত হব, তখন যুক্তরাষ্ট্রেরে চার্চ ও রাষ্ট্রেরে পূরণ মলিন সম্পন্ন হব।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বের থেকে যুক্তরাষ্ট্রেরে রববার আইন হওয়া পর্যন্ত একটা দৃশ্যমান পরীক্ষা রয়েছে, যা ভবষিযদবাণীর শঙ্খারথীরা পশুর প্রতীকায়িত্বেরে প্রক্রিয়া সনাক্ত করত পারার ওপর ভিত্তি করে। আমরা এখন সেই প্রক্রিয়ার একবোর শেষে পুরানতে আছি। পশুর প্রতীকায়িত্বেরে প্রক্রিয়ায় একাধিক আন্দোলন রয়েছে, যা রববার আইনে তার পূরণ বকাশে অবদান রাখ, যখনে পশুর চহিন বলবৎ করা হয়। আছে রাজনৈতিক আন্দোলন, ধর্মীয় আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন এবং আর্থিক আন্দোলন। নমিনেরে অংশে পশুর প্রতীকায়িত্বেরে সঙ্গে সম্প্রকতি য়ে ঘটনাগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করুন।

"ইতিমধ্যেই প্রস্তুতগুলো অগ্রসর হচ্ছে, এবং আন্দোলনসমূহ চলমান রয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে পশুর প্রতীকায়িত্বেরি নির্মিত হব। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনাবলি ঘটেছে তোলা হব, যা এই শেষে দিনগুলোর জন্ম ভবষিযদবাণীর পূর্ববাণীগুলোকে পূরণ করবে" সভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট বাইবেলে কমনেন্টারি, ভলিউম ৭, ৯৭৬.

পশুর প্রতীকায়িত্বেরে প্রক্রিয়ায় একটা অগ্রসরমান প্রস্তুতি জিড়তি, যার মধ্যে 'ঘটনা' এবং 'আন্দোলন'—উভয়ই বহুবচন—অন্তর্ভুক্ত। দানযিলেরে সত্তর বছরে বন্দিত্ব দ্বারা উপস্থাপিত ইতিহাস যহিোয়াকীমেরে সময় শুরু হয়েছিল এবং সাইরাসেরে ফরমানের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছিল। যীশু কনো কছির শেষকে কনো কছির শুরুর দ্বারা দেখান, এবং একটা 'ফরমান' আছে যা দানযিলেরে সত্তর ভবষিযদবাণীমূলক বছর য়ে সময়কালকে প্রতীকায়িত্ব করে, তার সূচনাকে নির্দেশ করে। সেই 'ফরমান' ছিল ইউএসএ প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট, যা প্রকাশ্যে তৃতীয় হায়ে ইসলামেরে আক্রমণের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছিল। কনিত্তু গৃহযুদ্ধেরে সময় আব্রাহাম লিংকনেরে স্বরৈতান্তরিকি নির্বাহী আদেশ বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরে সময় ফ্রাঙ্কলিনি রুজভলেন্টেরে আদেশগুলোর মতো নয়, প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট

এখনও কার্যকর আছে, এবং বৈশ্বিক ইসলামের সঙ্গে শত্রুতা বৃদ্ধি পিলে এটি সম্ভবত আরও জোরদার ও শক্তিশালী করা হবে। গৃহযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—উভয় ক্ষেত্রেরে নরিবাহী আদর্শে শত্রুতা শেষে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষে হয়ে গিয়েছিলি, কনিতু বৈশ্বিক ইসলামের সঙ্গে শত্রুতার কোনো সমাপ্তি হবে না; বরং বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসী হামলা কর্মশ বাড়বে।

পশ্চিমা সংস্কৃতিতে দুটি প্রধান আইন-দর্শন রয়েছে। ইংরেজি আইন এবং রোমান আইন। ইংরেজি আইনের মূল ধারণা হলো, কোনো ব্যক্তি দোষ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত নরিদোষ; আর রোমান আইনের মূল ধারণা হলো, কোনো ব্যক্তি নরিদোষ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত দোষী। ইউএসএ প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট রোমান আইনের একটি ধ্রুপদী উদাহরণ, এবং এটি ইংরেজি আইনের সরাসরি বিপরীতে অবস্থান করে। এটি সেই "ঘটনা"গুলোর একটি, যা পশুর প্রতর্মূর্ত গঠনের সময় ঘটনা হব। যদি যুক্তরাষ্ট্র ক্যাথলিক ধর্মেরে প্রতর্মূর্ত হয়ে উঠতে যাচ্ছে, তবে পশুর চহিন বলবৎ করার আগই যুক্তরাষ্ট্রেরে ক্যাথলিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দর্শন প্রতর্ষিষ্ঠি হওয়া দরকার।

এই বিষয়টি আমার মনে প্রবল তাগদি দিচ্ছে। এটিকে বিবেচনা করুন; কারণ এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই দুই শ্রণেরি মধ্যে কোনোটির সঙ্গে আমরা আমাদের স্বার্থকে একাত্ম করব? আমরা এখনই আমাদের নরিবাচন করছি, এবং শীঘ্রই আমরা বুঝতে পারব—যে ঈশ্বরেরে সবে করে এবং যে তাঁর সবে করে না, তাদের মধ্যে পার্থক্য। মালাখরি চতুর্থ অধ্যায় পড়ুন, এবং তা নিয়ে গুরুত্বসহকারে ভাবুন। ঈশ্বরেরে দনি দোরগোড়ায় এসে গেছে। জগৎ গরিজাকে রূপান্তরিত করে ফলেছে। উভয়ই এখন এক সুরে, এবং স্বল্পপদুষ্টরি নীততিে চলছে। প্রোটস্ট্যান্টরা দেশেরে শাসকদেরে প্রভাবিত করবে, যাতে এমন আইন করা হয় যে পাপেরে মানুষেরে হারানো প্রাধান্য পুনঃপ্রতর্ষিষ্ঠি হয়—যনি ঈশ্বরেরে মন্দরিে বসে নিজেকে ঈশ্বর বলে প্রদর্শন করেন। রোমান ক্যাথলিক নীতমালা রাষ্ট্রেরে তত্ত্বাবধান ও সুরক্ষার অধিনে নেওয়া হবে। এই জাতীয় ধর্মত্যাগেরে পরই দ্রুত জাতীয় সর্বনাশ আসবে। যারা ঈশ্বরেরে বধিকিে জীবনেরে নয়িম করেনি, তারা আর বাইবলেরে সত্য যে প্রতর্বিদ তোলে, তা সহ্য করবে না। তখন শহীদদেরে কবর থেকে কণ্ঠস্বর শোনা যাবে, তাদের প্রতর্নিধিত্ব করে যাদের যোহন দেখেছিলি—ঈশ্বরেরে বাক্য এবং যশিু খ্রিস্টেরে সাক্ষ্যেরে জন্ম, যা তারা ধারণ করছিলি, নহিত আত্মারা; তারপর ঈশ্বরেরে প্রত্বকে সত্য সন্তানেরে কাছ থেকে এই প্রার্থনা উত্থতি হবে, 'হে প্রভু, কাজ করার সময় এসছে; কারণ তারা তোমার বধিকিে শূন্য করে দিছে।' জনোরলে কনফারেন্স ডেইলা বিলটেনি, ১ জানুয়ারি, ১৯০০।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদটি নরিদর্শে করে যে 'রোমান ক্যাথলিক নীতমালা রাষ্ট্রেরে তত্ত্বাবধান ও সুরক্ষার অধিনে নেওয়া হবে,'—এটি রিববার আইনের সময় ঘটবে। রিববার আইন হল সেই প্রতর্কী সময়পরবেরে সমাপ্তি, যা ১১ সেপ্টেম্বের, ২০০১-এ শুরু হয়েছিলি। শুরুর দকিে জারকিত প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টটি শেষে আসা রিববার আইনের প্রতর্বিপ নরিদর্শে করে। পশুর মূর্তি নরিমাণেরে লক্ষ্যে যে ঘটনাগুলি ঘটনা হইছিলি, তার মধ্যে দুটি হল তৃতীয় 'বিপিদ'র আগমন এবং পরবর্তী প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট।

পশুর প্রতর্মূর্তরি গঠনই সেই পরীক্ষা, যখনে আমাদের চরিন্তন পরণিত নরিধারতি হবে, এবং এটি রিববারেরে আইনেরে পূর্বই আসে। রিববারেরে আইনেরে সময় সপ্তম-দনি অ্যাডভেন্টস্টি হসিবে আমাদের অনুগ্রহকাল সমাপ্ত হয়, এবং সেখনেই দৃশ্যমান সীলমোহর আরোপতি হয় ও পতাকা উত্তোলতি হয়। পশুর প্রতর্মূর্তরি গঠন রিববারেরে

আইনরে আগাই ঘটে, দৃশ্যমান সীলমোহর আরোপরে আগাই, এবং অনুগ্রহকালরে অবসানরে আগাই।

"প্রভু আমাকে স্পষ্টভাবে দেখেছিলেন যে অনুগ্রহরে কাল সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে পশুর প্রতিমূর্তি গঠিত হবে; কারণ এটি ঈশ্বররে লোকদরে জন্ম মহা পরীক্ষা হবে, যার দ্বারা তাদের চরিত্র পরিত্রিধারিত হবে। আপনার অবস্থান এত স্ববিরোধে গাঁথা ও জটিল যে, এতে অতিঅল্প লোকই প্রতারিত হবে।"

"প্রকাশিত বাক্য ১৩-এ এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে; [প্রকাশিত বাক্য ১৩:১১-১৭, উদ্ধৃত]।"

"যে পরীক্ষা ঈশ্বররে লোকদরে মোহরপ্রাপ্ত হওয়ার আগে দিতে হবে, সেটাই এই পরীক্ষা। যারা তাঁর আইন পালন করে এবং এক ভ্রান্ত বশিরামদনি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ঈশ্বররে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আনুগত্য প্রমাণ করেছে, তারা প্রভু ঈশ্বর যহিভার পতাকার তলে অবস্থান নবে এবং জীবিত ঈশ্বররে মোহর গ্রহণ করবে। যারা স্বর্গীয় উৎসরে সত্যকে ত্যাগ করে এবং রবিরারে বশিরামদনি গ্রহণ করে, তারা পশুর চহ্ন গ্রহণ করবে" Manuscript Releases, খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ১৫.

পশুর মূর্তি গঠনরে সময়কালটি দানয়িলরে সত্তর বছরে বন্দিত্ব দ্বারা প্রতিকাযিত হযছিল। দানয়িলে প্রথমে কেবেল ঈশ্বর-নিধারিত খাদ্য বছে নযি ঈশ্বরভিতরি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হযছিলনে। দানয়িলেরে প্রথম পরীক্ষা ছিল আহর-সংক্রান্ত পরীক্ষা। দানয়িলেরে দ্বিতীয় পরীক্ষা ছিল একটা চাক্ষুষ পরীক্ষা, যা বাবলিনরে খাদ্যরে বদলে ঈশ্বর-নিধারিত খাদ্য খয়ে দশ দিনরে পরীক্ষাকাল শেষে অনুষ্ঠিত হযছিল। ওই খাদ্যাভ্যাসরে সফলতা দানয়িলেরে শারীরিক চহরায় প্রকাশ পযেছিল। দ্বিতীয় পরীক্ষা একটা চাক্ষুষ পরীক্ষা। প্রথম পরীক্ষা একটা আহর-সংক্রান্ত পরীক্ষা। দানয়িলে তাঁর বশিবাস প্রকাশ করছিলনে এবং প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হযছিলনে; কনিতু দ্বিতীয় পরীক্ষায় তিনি আগে থেকেই দেখতে পারনেনযি বাবলিনরে খাদ্য খাওয়া লোকদরে তুলনায় তিনি "আরও মোটা ও আরও সুন্দর" দেখাবনে কনি। সবসময়ই এমন লোক আছে যারা দেখতে দুর্দান্ত, কনিতু আবর্জনা খায়; আবার এমন সচতেন স্বাস্থ্য-সংস্কারকরাও আছে, যারা দেখতে যনে হাঁটতে থাকা মৃত্যুর মতো।

প্রথম পরীক্ষায় দানয়িলেরে আত্মসংযম ও বশিবাসরে চর্চাই তাকে দ্বিতীয় পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পার করে এনেছিল, যদও দ্বিতীয় পরীক্ষাকালরে ফল 'অন্ধকারে' আচ্ছন্ন ছিল। ১৮৪০ সালরে ১১ আগস্ট যারা ছোট বইটি ভিক্ষণ করছিল সেই মলিরাইটরা পরে 'মধ্যরাত্ররি আহ্বান' বার্তার প্রচারে ঈশ্বরকে মহিমাবিত করছিল, যখন বার্তাটি জলোচ্ছ্বাসরে মতো দেশময় বয়ে গযিছিল। দ্বিতীয় পরীক্ষা একটা দৃষ্টিনির্ভর পরীক্ষা; এর আগে থাকে আক্ষরিক ও আত্মিক খাদ্যসংক্রান্ত পরীক্ষা, এবং এর পরে আসে একটা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক লটিমাস পরীক্ষা। দ্বিতীয় পরীক্ষায় প্রথম পরীক্ষায় স্বীকার করা বশিবাসরে চাক্ষুষ প্রদর্শন প্রয়োজন।

বশিবাস হল আশাকৃত বিষয়গুলরি নিশ্চয়তা, অদখো বিষয়গুলরি প্রমাণ। কারণ এই বশিবাসরে দ্বারাই প্রাচীনগণ উত্তম সাক্ষ্য লাভ করছিলনে। হব্রীয় ১১:১, ২।

দানয়িলেরে দ্বিতীয় অধ্যায় একটা চাক্ষুষ পরীক্ষা, যা কেবেল তখনই সফলভাবে সম্পন্ন হয় যখন প্রথম পরীক্ষায় নিবাচিত খাদ্যাভ্যাসটি পরীক্ষা প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা হয়।

কারণ দরশনটি এখনও নরিধারতি সময়ের জন্য; কনিতু শেষে তা কথা বলবে, এবং মথিযা বলবে না। যদণ্ডি তা বলিম্ব করবে, তবু তার জন্য অপকেষা কর; কারণ তা অবশ্যই আসবে, তা বলিম্ব করবে না। দখে, যবে গরবতি, তার পুরাণ তার মধ্যসে সোজা নয়; কনিতু ধার্মকি বযক্‌তি তার বশি্বাসরে দ্বারা বাঁচবে। হবক্কুক ২:৩, ৪।

প্রথম পরীক্ষায় মুখে স্বীকার করা বশি্বাসটি সত্যকারের বশি্বাস ছলি কনি তা দখোনোর জন্য দ্বিতীয় পরীক্ষার ফলাফল গোপন রাখা হয়ছে।

যোহনের কাছে যবে বশিষে আলো দেওয়া হয়ছেলি, যা সাতটি বিজুরধবনতি প্রকাশতি হয়ছেলি, তা ছলি এমন ঘটনাবলরি একটি রূপরখো, যা প্রথম ও দ্বিতীয় স্ববর্গদূতরে বারতগুলোর অধিনে ঘটবে। মানুষের পক্ষে এসব জানা উততম ছলি না, কারণ তাদের বশি্বাসরে অবশ্যই পরীক্ষা হওয়া দরকার ছলি। ঈশ্বররে বধিনক্রমে সর্বাধকি বসিম্বয়কর ও উন্নত সত্যসমূহ ঘোষতি হতো। প্রথম ও দ্বিতীয় স্ববর্গদূতরে বারতগুলো প্রচারতি হওয়ার কথা ছলি, কনিতু এই বারতগুলো তাদের নরিদষ্টি কাজ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত আর কোনো অতিরিক্ত আলো প্রকাশ করা হববে না। দ্য সভেনেথ-ডে অ্যাডভেন্টস্টি বাইবেলে কমেন্টারি, খণ্ড ৭, ৯৭১।

ঈশ্বরকিভাবে যথোপযুক্ত যবে দানযিলে গ্রন্থরে দ্বিতীয় অধ্যায়টি একটি মূর্তকি কেন্দ্র করবে, কারণ এটি পশুর মূর্তরি পরীক্ষাকে প্রতিনিধিত্ব করবে। যসেব ভবষিষদ্বাণী-অধ্যয়নরে ছাত্ররা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-কে ভবষিষদ্বাণীর পরিপূর্ণতা হিসেবে স্বীকার করছেলি, তারা প্রতীকীভাবে গোপন পুস্তকটি খিয়েছেলি। এরপর তাদেরকে অ্যাডভেন্টবাদরে পুরোনো পথে ফরিযি আনা হয়, যমেনটি অগ্রদূতরে ১৮৪৩ ও ১৮৫০ সালরে চারটে দেখা যায়। সেই পুরোনো পথগুলো প্রথম স্ববর্গদূতরে আন্দোলনকে চহিনতি করছেলি; পরে তাদের বোঝানো হয় যবে সটেই তৃতীয় স্ববর্গদূতরে আন্দোলনকে প্রতিনিধিত্ব করবে। তাদের যবে সকল মহামূল্যবান প্রকাশনা বুঝতে পরচালতি করা হয়ছেলি, সগুলো এসছে তা রা যবে ভবষিষদ্বাণীমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করছেলি, সেই পদ্ধতির বোধ থেকে। সেই পদ্ধতিটি উইলিয়াম মলিাররে পদ্ধতির দ্বারা আদর্শায়তি হয়ছেলি, যা নশিচতি হয়ছেলি যখন তার ইতিহাসরে প্রথম বারতটি ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ বলপ্রাপ্ত হয়ছেলি।

“১৮৪০ খরষিটাবদে ভবষিষদ্বাণীর আরকেটি উল্লখেযোগ্য পরিপূর্ণতা বিযাপক আগ্রহ উদ্রকে করছেলি। এর দুই বছর পূরবে, দ্বিতীয় আগমনরে বার্তা প্রচারকারী অগ্রগণ্য প্রচারকদরে একজন যোশিয়া লিচি, প্রকাশতি বাক্য ৯-এর একটি বিযাখ্যা প্রকাশ করনে, যখনে তিনি অটোমান সাম্রাজ্যরে পতনরে পূর্বাভাস দযিছেলিনে। তাঁর গণনা অনুসারে, এই শক্‌তিটি উৎখাত হওয়ার কথা ছলি... ১৮৪০ সালরে ১১ আগস্টে, যখন কনস্টান্টিনোপলে অটোমান ক্ষমতা ভেঙে পড়বে বলে প্রত্যাশা করা যতে পারে। আর আমি বশি্বাস করি, ঘটনাটি তমেনই প্রমাণতি হবে।”

“যবে নরিদষ্টি সময় নরিধারতি ছলি, ঠকি সেই সময়ই তুরস্ক তার রাষ্ট্রদূতদরে মাধ্যমে ইউরোপরে মতিরশক্‌তিসমূহরে সুরক্ষা গ্রহণ করছেলি, এবং এভাবে নিজেকে খরস্টিয় জাতসিমূহরে নযিন্তরণরে অধিনে স্থাপন করছেলি। এই ঘটনাটি সেই ভবষিষদ্বাণীর অবকিল পরিপূর্ণতা ঘটযিছেলি। এটি জানা গেলে, মলিার ও তাঁর সহচরদরে দ্বারা গৃহীত ভবষিষদ্বাণীমূলক বিযাখ্যার নীতসিমূহরে যথার্থতা সম্পর্কে অগণতি মানুষ নশিচতি হয়ছেলি, এবং আগমন আন্দোলনে এক আশ্চর্য উদ্দীপনা সঞ্চারতি হয়ছেলি। পাণ্ডিত্য ও পদমর্যাদাসম্পন্ন বযক্‌তরি মলিাররে সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ছেলিনে—তাঁর মতসমূহরে প্রচার ও প্রকাশ—উভয় ক্ষত্রেই; এবং ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত

কাজটি দ্রুত বসিত হইছে।" The Great Controversy, 334, 335.

যখন মানুষ ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরেরকে ভবিশ্বদ্বাণীর পূরণতা হিসেবে গ্রহণ করল, তখন তারা পাশাপাশি Future for America কর্তৃক গৃহীত ভবিশ্বদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার নীতগুলির শুদ্ধতা সম্পর্কে 'নিশ্চিত' হইছিল। স্বর্গদূতটি গোপন বইটি নিয়ে অবতীর্ণ হইছিল এবং যারা খাবে, তাদের খতে আদেশে দিইছিল। মলিরাইট ইতিহাসের ছোট বই এবং আমাদের বর্তমান ইতিহাসের গোপন বইয়ে নহিতি ভবিশ্বদ্বাণীমূলক যুক্তি, পশুর প্রতীমূর্তি গঠনের পরীক্ষাটি নিরাপদে অতিক্রম করার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু খাওয়ার পর, অথবা ভবিশ্বদ্বাণীমূলক পদ্ধতি আত্মস্থ করার পর, শিক্ষার্থীকে এরপর সবে পূর্ববৎ যা খেয়েছে তার একটি দৃশ্যমান প্রমাণ প্রদর্শন করতে হবে। সেই বিশ্বাসের কাজটি এমন এক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে হবে, যা অতিক্রম করার পর যার পরিণাম 'অন্ধকার'।

প্রথম স্বর্গদূতের ইতিহাসে উইলিয়াম মলিয়ারে ভবিশ্বদ্বাণীর নিয়মাবলি, এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসে পরতীর্ণিত ভবিশ্বদ্বাণীমূলক চাবিকাঠিগুলোর সঙ্গ মলিয়ারে, ভবিশ্বদ্বাণীর শিক্ষার্থীদের এই বুঝতে সক্ষম করে যে প্রকাশিত বাক্য ১৪ অধ্যায়ে তিন স্বর্গদূতের প্রত্যেকেই সঙ্গ করে একটি ছোট বইয়ে থাকা এমন এক বারতা এনেছিল, যা খাওয়ার জন্য ছিল। বারতাটি 'খাওয়ার' জন্য গৃহীত পদ্ধতিই এরপর ঐ শিক্ষার্থীদের দেখতে দেয় যে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের যখন প্রকাশিত বাক্য ১৮ অধ্যায়ে স্বর্গদূত অবতীর্ণ হয়, তখন তার হাতে এমন একটি বই ছিল, যা খতে হবে, যদিও ১৮ অধ্যায়ে তা সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি।

স্বর্গদূতের হাতে একটি লুক্কায়িত গ্রন্থ ছিল। সেই ভবিশ্বদ্বাণীমূলক যুক্তিই দানয়িলে উপস্থাপন করেন, যখন তিনি বাবিলীয় খাদ্য পুরত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নেন। পশুর প্রতীমূর্তি গঠনের প্রক্রিয়া দেখতে হলে সেই ভবিশ্বদ্বাণীমূলক যুক্তিই প্রয়োজনীয়, কারণ আমাদের জানানো হইছে যে পশুর প্রতীমূর্তি গঠনের সময় কিছু 'আন্দোলন' ও 'ঘটনা' ঘটানো হবে; কিন্তু আমাদের এও জানানো হইছে যে রবির-আইনের জন্য আন্দোলন 'অন্ধকারে' চলছে। অন্ধকারে তাদের গতিবিধি দেখতে আমাদের আত্মকি 'নাইট ভিশন গগলস' থাকা দরকার, কারণ এটি প্রতীমূর্তি গঠনের প্রক্রিয়া হলেও, তা 'অন্ধকারেই' গঠিত হয়। এটিকিবেল সেই ভবিশ্বদ্বাণীমূলক নিয়মাবলির মাধ্যমেই চিহ্নিত হবে, যগুলো ভবিশ্বদ্বাণীর ছাত্র গ্রহণ করছিলেন, যখন তিনি ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের তৃতীয় 'হায়'-এর আগমনের পরপ্রতি হিসেবে স্বীকৃতি দিইছিলেন।

"ঈশ্বর প্রকাশ করছেন শেষে দিনে কী ঘটবে, যাত তাঁর লোকেরা বরোধিতা ও ক্রোধের বাড়রে বরুদ্ধে দাঁড়াত প্রস্তুত থাকতে পারে। যাদেরকে আগত ঘটনাবলী সম্পর্কে সতর্ক করা হইছে, তারা যেন আসন্ন বাড়রে শান্ত প্রত্যাশায় বসে না থাকে, এই ভবে নিজেকে সান্ত্বনা দিই যে বপিদের দিনে প্রভু তাঁর বিশ্বস্তদের আশ্রয় দবেনে। আমরা যেনে প্রভুর জন্য অপেক্ষমাণ লোকদের মতো হই, অলস প্রত্যাশায় নয়, বরং আন্তরিক কর্মে, অবচিল বিশ্বাস নিয়ে। এখন গোণ বিষয়বলীতে আমাদের মনকে মগ্ন হতে দেওয়ার সময় নয়। যখন মানুষ ঘুমিয়ে আছে, তখন শয়তান সক্রিয়ভাবে এমনভাবে বিষয়গুলি সাজাচ্ছে যাত প্রভুর লোকেরা করুণা বা ন্যায্যবচির পতে না পারে। রবির আন্দোলন এখন অন্ধকারে তার পথ করে নিচ্ছে। নেতারা প্রকৃত বিষয়টি আড়াল করছে, আর যারা এই আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে তাদের অনেকে নিজেরোও বুঝতে পারছে না যে গোপন স্রোত কোন দিকে বইছে। এর ঘোষণাগুলি মৃদু এবং আপাতদৃষ্টিতে খরস্টিয়, কিন্তু যখন এটিকথা বলবে, তখন এটি ড্রাগনের আত্মা প্রকাশ করবে। আমাদের সাধ্য

যতটুকু আছে তা করে এই হুমকিস্বরূপ বপিদ এড়ানো আমাদের কর্তব্য। জনগণের সামনে নিজদের যথার্থ আলোতে উপস্থাপন করে আমাদের পূর্বাগ্রহ নরিস্ত করার চেষ্টা করা উচিত। আমরা তাদের সামনে প্রকৃত ইস্যুটি তুলে ধরব, এভাবে বিবেকের স্বাধীনতা সীমিত করার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর প্রতীক নবিদেন করব। আমাদের শাস্ত্রসমূহ অনুসন্ধান করা উচিত এবং আমাদের বিশ্বাসের কারণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হওয়া উচিত। নবী বলছেন: 'দুষ্টরো দুষ্টিতাই করবে; এবং দুষ্টিদের কেউই বুঝবে না; কিন্তু জ্ঞানীরা বুঝবে।' টেস্টমিওনসি, খণ্ড ৫, ৪৫২।

দানয়িলে সেই "জ্ঞানীদের" প্রতিনিধিত্ব করনে, যারা "অন্ধকারে" চলতে থাকা রববারের আইন প্রণয়নের আন্দোলনটিকে দেখতে পারে। তিনি তা করতে পারনে, কারণ তিনি দৃশ্যগত পরীক্ষার আগে খাদ্যসংক্রান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। পশুর প্রতীকিত্ব গঠনের দৃশ্যগত পরীক্ষা "অন্ধকারে"ই ঘটে।

পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা দানয়িলের দ্বিতীয় অধ্যায়কে দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা হিসেবে আমাদের পর্যালোচনা শুরু করব।

আর আমি অন্ধদের এমন পথে নিয়ে যাব, যা তারা জানত না; আমি তাদের এমন পথ দিয়ে পরিচালনা করব, যা তারা জানত না; আমি তাদের সামনে অন্ধকারকে আলো করব, আর বাঁকা জনিসিগুলোকে সোজা করব। এই সব আমি তাদের জন্য করব, এবং তাদের ত্যাগ করব না। যশাইয় ৪২:১৬।